সতীপীঠ বহুলা-৪র্থ খণ্ড

অসীম কুমার রায়

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শরণম্॥

BAN OM

ভারতবর্ষের একান্নপীঠের সতীপীঠ “বহুলা” দেবী কেতুগ্রামে অবস্থিত।

॥চতুর্থ ভাগ॥

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির :

নাট মন্দির উদ্বোধনের ছবি :

BANGLADARSHAN.COM

২১/০৯/১৯৯৩ সালে শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা এবং রেজাষ্ট্রিকৃত দলিলে সভাপতি হইতে সকল সদস্য এবং নানা বিষয়ে সমস্ত কিছু আইনারুগ ব্যবস্থা উক্ত দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উক্ত সময়ে উক্ত দলিলের সম্পাদক ছিলেন ধরাধর চট্টোপাধ্যায় ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বানেশ্বর রায় মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায় ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে, বহুলা দেবীর বিশেষ পূজা ও হোম বা যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পূজার কারণ হইতেছে যে শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা এবং ট্রাস্ট বোর্ড চালু হওয়ার পর হইতে প্রতি বছর ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে পূজা ও হোমা বা যজ্ঞ হইয়া আসিতেছে। কেতুগ্রামের সকল নাগরিক এই পূজা বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগদান ও সহযোগিতা করিতেছেন।

বাৎসরিক অনুষ্ঠান :

বৈশাখ :

ইহা ছাড়াও ১লা বৈশাখ হইতে বৈশাখ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত হরিনাম সংকীর্তন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে আসিয়া বেশ কিছুক্ষণ হরিনাম সংকীর্তন করিতেন। গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১লা বৈশাখ হইতে মাসের শেষ দিন অব্দি হরিনাম সংকীর্তন হইত যা বর্তমান সময়েও চলিয়া আসিতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

জ্যৈষ্ঠ :

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে গ্রামের স্ত্রীলোকেরা শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট মঙ্গলচণ্ডীর পূজার জন্য পূজা দিয়া যায়। শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পূজা সমাপ্তির পর গ্রামের স্ত্রীলোকেরা দেবীর প্রসাদ লইয়া যান এবং বাড়িতে গিয়া আহারাদি সমাপন করেন।

অনেক সময় গ্রামের স্ত্রীলোকেরা শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পুরোহিতের নিকট হইতে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথা শুনিবার পর বাড়ি গিয়া আহারাদি সমাপন করেন। বর্তমানেও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও ব্রত কথা শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে চলিয়া আসিতেছে।

আষাঢ় :

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী ব্রতর পর যে কোন মঙ্গল বা শনিবার শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শান্তি স্বস্তয়নের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

অম্বুবাচী শব্দটি আমাদের সকলের পরিচিত। তার কারণ অম্বুবাচীর দিন আষাঢ় মাসের ৭ তারিখ। ইহা পঞ্জিকাতে উল্লেখ থাকে এবং অম্বুবাচীর দিন পরিবর্তন হয় না, সময় পরিবর্তন হইয়া থাকে।

অম্বু মানে হল জল। অম্বু শব্দকে নিয়েই অম্বুবাচী হয়েছে।

জলের বর্ষণ সূচনা করে যে সময় বা ঘটনা তাকেই বলে অম্বুবাচী।

ভারতবর্ষে যত মাতৃকা দেবীর মন্দির আছে প্রত্যেক মাতৃকা দেবীর মন্দির অম্বুবাচীর তিন দিন বন্ধ রাখা হয়। চতুর্থ দিন থেকে আবার পূর্বের ন্যায় পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়। কেতুগ্রামের সতীপীঠ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরেও অম্বুবাচী পালন করা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড তৈরি হওয়ার বহু পূর্ব হইতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট শান্তি স্বস্তয়ন করার জন্য গ্রামের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ঁকুমুদ কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও শুষ্ঠ সুন্দর পরিচালনায় এবং শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে ঁরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅম্বিকাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহযোগিতায় পূজা, হোম বা যজ্ঞের ব্যবস্থা শুরু হইয়াছিল। শান্তি স্বস্তয়নের দিন মায়ের পূজাতে পদ্মফুল লাগে। গ্রামবাসীদের শান্তি স্বস্তয়নের দিন মায়ের পূজার জন্য পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া আনেন।

২১/০৯/১৯৯৩ সালে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর ট্রাস্ট বোর্ড গঠন হওয়ার পর হইতে শান্তি স্বস্তয়নের জন্য গ্রাম্যবাসীগণ বর্তমানে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালক ব্যক্তিগণ একত্রে বসিয়া একটি দিন স্থির করিয়া থাকেন এবং উক্ত দিনে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শান্তি স্বস্তয়ন করা হইয়া থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের কৃষি প্রধান অঞ্চল, সেই কারনে শুভ কৃষিকার্য আরম্ভ করার পূর্বে আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতা ও জগৎ জননীর নিকট শান্তি স্বস্তয়ন, পূজা, হোম বা যজ্ঞ হইয়া থাকে।

কেতুগ্রামের হিন্দু জনগণ উক্ত দিনে উদ্ধারণপুরের গঙ্গা হইতে গঙ্গাজল লইয়া আনেন এবং শ্রীশ্রীবহুলা দেবীকে ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল দিয়া স্নান করানো হয় ও পূজা এবং হোম বা যজ্ঞাদি করা হইয়া থাকে।

উক্ত শান্তি স্বস্তয়ন পূজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা করা হয় ও চণ্ডীপাঠ করা হইয়া থাকে। সকল গ্রামবাসীগণ উক্ত পূজায় অংশ গ্রহণ করেন এবং উক্ত দিনে চাষ বাস করেন না। এইরূপভাবে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট শান্তি স্বস্তয়ন বহু দিন ধরে চলিয়া আসিতেছে।

আবার পঞ্জিকামতে শ্রীশ্রীবিপত্তারিনী ব্রত কোন কোন বৎসর দুইবার হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবিপত্তারিনী ব্রত শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট গ্রামস্থ হিন্দু জনসাধারণ ও সেবাইতগণ যৌথভাবে পালন করিয়া থাকেন। পূজা শেষে ভক্তগণ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর প্রসাদ গ্রহন করিয়া থাকেন। বর্তমানে শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ড এই সকল উৎসবগুলি পরিচালনা করিয়া থাকেন।

BANGLADARSHAN.COM

গণেশ চতুর্থী :

হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য দেবতাপঞ্চকের শেষ দেবতা গণেশ বা গণপতি। কিন্তু শেষ হলেও তাহাঁর পূজা হয় সর্বাগ্রে।

“গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।”

কারণ সহজে অনুমেয়, গণেশ যেমন সিদ্ধিদাতা হিসাবে সিদ্ধির দেবতা, তেমনই বিঘ্নেশ্বর হিসাবে বাধাবিঘ্নেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি যাতে কোনোভাবেই অসন্তুষ্ট না হন, সেজন্য হিন্দুরা প্রাতঃ স্মরণের দেবমন্ত্রে কিংবা কোনো শুভ কাজের প্রারম্ভে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

কেতুগ্রামের শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর ডান পাশে অষ্টভুজ গণেশ বিরাজমান।

প্রতি বছর গণেশ চতুর্থীর দিন গণপতির বিশেষ পূজা, হোম বা যজ্ঞাদি করা হইয়া থাকে। উক্ত দিনে গ্রামবাসীগণ পূজা দেন এবং পূজা শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বিন :

দুর্গা ষষ্ঠী :

দুর্গা ষষ্ঠী পূজার দিন শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে সূর্য অস্ত হইতে সপ্তমীর দিন সূর্য উদয় পর্যন্ত হরিনাম সংকীর্তন হইয়া থাকে। এই হরিনাম সংকীর্তন করার যে কারণ তাহা সকলের জানা খুবই প্রয়োজন।

১৯৬৯ সালে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নূতন মন্দির নির্মাণ হইয়া গেল এবং নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীকে দুর্গা ষষ্ঠীর দিন পুনরায় নূতন মন্দিরে প্রবেশ করানো হইল। তখন হইতে সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ সকল হিন্দু ভক্তগণ বলিলেন যে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীকে নূতন ঘরে পুনরায় প্রবেশ করানো হইল তখন আমরা এই-দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করব এবং দুর্গা ষষ্ঠীর দিন সারারাত্রি ব্যাপি হরিনাম সংকীর্তন করা হইবে।

BANGLADARSHAN.COM

মহাসপ্তমী :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর জমিদারীর প্রাণপুরুষ ৺তারা দাস রায় মহাশয় খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

৺তারা দাস রায়ের চারপুত্র, উক্ত পুত্রদের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম কুমারিশ রায়, দ্বিতীয় পুত্রের নাম চারুচন্দ্র রায়, তৃতীয় পুত্রের নাম সতীশ চন্দ্র রায় আর চতুর্থ পুত্রের নাম অবিনাশ চন্দ্র রায়।

উক্ত সময়ে তারাদাস রায় মহাশয় নিজের দুর্গামণ্ডপে দুর্গাপূজা করিতেন। দুর্গা সপ্তমীতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে বাদ্যাদি সহকারে পূজা অর্চনাদি দেওয়ার পর নিজের দুর্গাপূজা মণ্ডপে আসিয়া তবেই দুর্গা সপ্তমী পূজা আরম্ভ করিতেন। বংশানুক্রমে এখনো এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

ইহা ছাড়াও কেতুগ্রাম নিবাসী ইন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয় বংশানুক্রমিকভাবে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে মহাসপ্তমীর দিনে দেবীর নিকট বাদ্যাদি সহকারে পূজা দিয়া আসিতেছেন।

ইহা ছাড়াও নিত্য পূজা সমাপন হইলে মহাসপ্তমীর পূজা হইয়া থাকে।

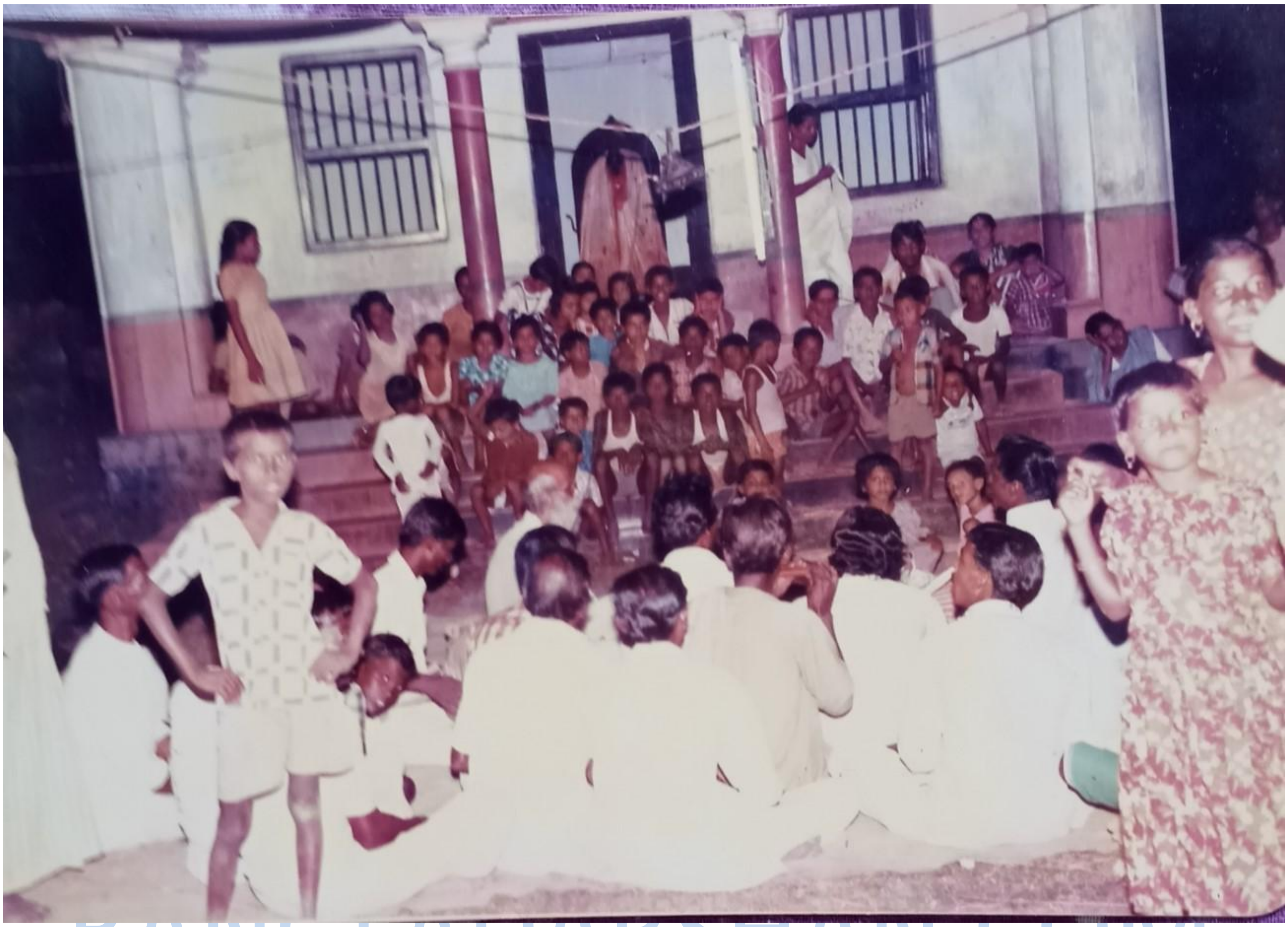

BANGLADARSHAN.COM

মহাঅষ্টমী :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট মহাঅষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় যে পূজা, বলিদান ও ভোগ আরতি হইয়া থাকে, উক্ত পূজাকে আধারী পূজা বলা হয়।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট দুর্গা অষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ঁদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট বাদ্যাদি সহকারে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কাগ্রামের বাসিন্দা ঁসরলা বালা দেবীর সন্তান বৃন্দাবন চন্দ্র বর্ধন। ঁসরলা বালার দিদি পোদ্দার পদবী লইয়া কেতুগ্রামে বসবাস করেন। বৃন্দাবন চন্দ্র বর্ধন কেতুগ্রামে আসিয়া পোদ্দারদের বাড়িতে দুর্গা অষ্টমীর দিন চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বংশানুক্রমিকভাবে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট বাদ্যাদি সহকারে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

দুর্গা অষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় ছাগপশুর বলিকৃত মাংস দুর্গা দশমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট অন্নভোগ সহকারে নিবেদন করা হইয়া থাকে।

দুর্গা অষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বংশানুক্রমিকভাবে চিড়ার ভোগ দিয়া আসিতেছেন কেতুগ্রামের স্বর্ণকার বংশ।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট স্বর্ণকার বংশধরগণের পূজা ও ভোগ নিবেদন হইয়া যাইবার পর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সেবাইতগণের লুচির ভোগ নিবেদন করা হইয়া থাকে। এই পূজাকে আঁধারী পূজা বলা হইয়া থাকে।

মহানবমী :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺সর্বেশ্বর দে মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে পূজা ও শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নূতন নববস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃক প্রথমে ছাগপশু বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে এবং সকল বলিদান পর্ব শেষ হইয়া যাইবার পর মহিষ বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর অন্যান্য সকল ব্যক্তির দেওয়া ও মানসিক ভক্তগণের বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন :-

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে বাদ্যাদি সহকারে পূজা ও চাল কুমড়া বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺বেনুকর সরকার মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺গোষ্ট বিহারী দে মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺হরিমোহন গুপ্ত মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম নিবাসী ৺সাগর রুদ্র মহাশয়ের বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে পূজা ও মেষ বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হইবার সময় হইতে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী কেতুগ্রাম পুলিশ স্টেশন হইতে বাদ্যাদি সহকারে পূজা ও ছাগপশু বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট কিছু দিন পূর্ব হইতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর সেবাইত কেতুগ্রাম নিবাসী ৺সুধাকর রায় মহাশয়ের বংশধরগণ বাদ্যাদি সহকারে পূজা চালকুমড়া বলিদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে মহানবমীর দিন পূজা ও বলিদান দেখিবার জন্য অন্যান্য গ্রাম হইতে প্রচুর ভক্ত সমাগন হইয়া থাকে।

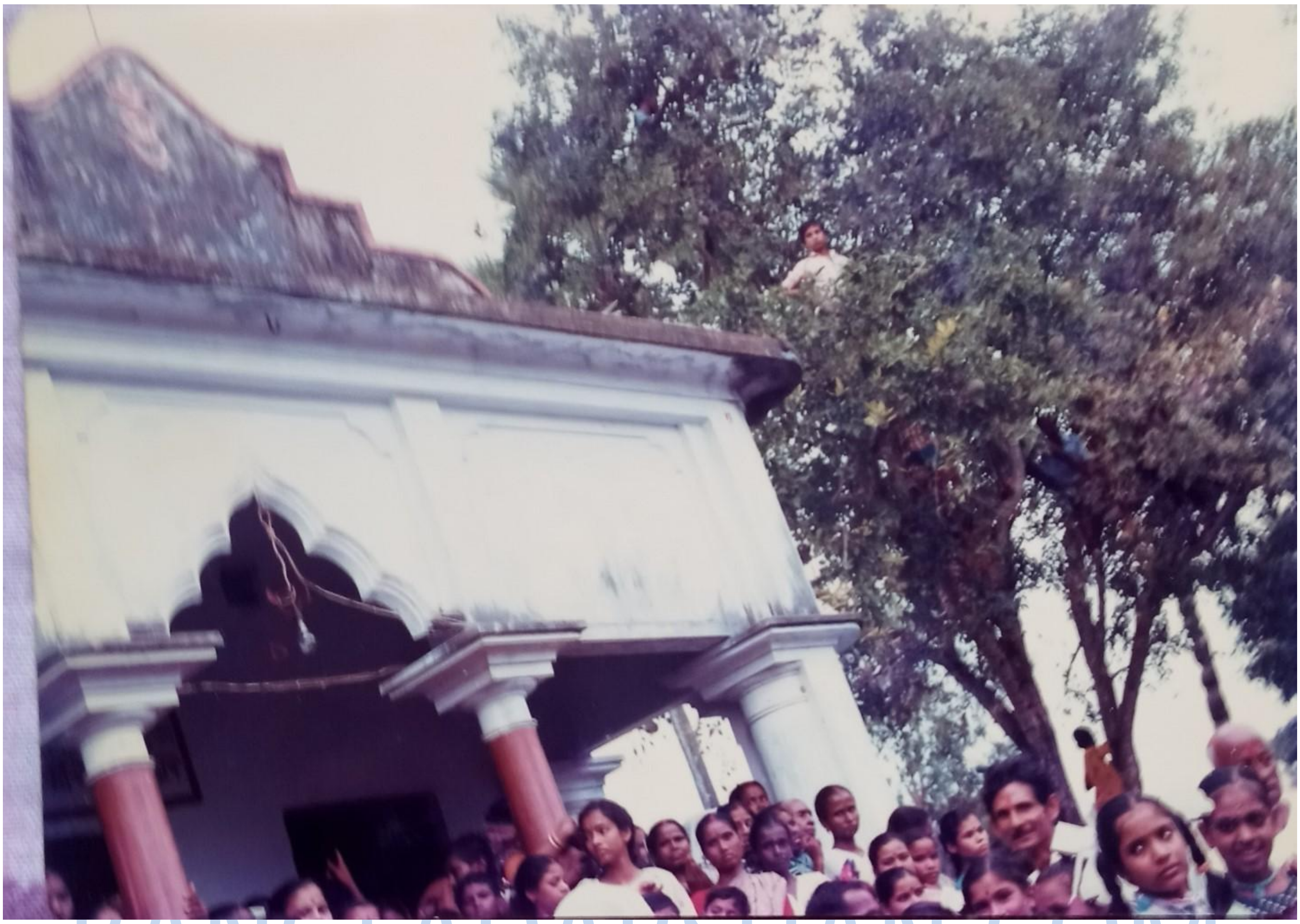

BANGLADARSHAN.COM

বিজয়া দশমী :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী দুর্গা দশমীর দিন সকালে নৈবিদ্যের পরিবর্তে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীকে একটি পাত্র করিয়া আদা ও লবন দিয়া শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পূজা অর্চনা করা হইয়া থাকে।

এই পূজার কারণ হইতেছে যে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট মহানবমীর দিন প্রচুর ছাগপশু ও মহিশ বলিদান দেওয়া হয়, সেইজন্য দুর্গা দশমীর দিন সকালে নৈবিদ্যের পরিবর্তে আদা ও লবন দিয়া পূজা করা হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী দুর্গা অষ্টমীর দিন সন্ধ্যার সময় বলিকৃত ছাগপশুর মাংস দুর্গা দশমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট পূজা ও অন্নভোগ সহকারে নিবেদন করা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট দুর্গা দশমীর দিন সন্ধ্যার সময় আতপ, ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা নৈবিদ্য সহযোগে পূজা ও আরতি করা হইয়া থাকে। তাহার পর অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও ছাগপশুর মাংস সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হইয়া থাকে।

উক্ত দিবসে ভক্ত ও গ্রাম্য জনসাধারণ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট দুর্গা দশমীর দিন অন্নভোগের প্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া থাকেন, সম্পাদক মহাশয় সকল রকম ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং অল্প অর্থ দিয়া শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর প্রসাদ পাইতে পারেন।

কার্তিক :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে কার্তিক মাসে সেবাইতগণ ও গ্রামস্থ হিন্দু স্ত্রীলোকগণ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়া “পালনী” ব্রত উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ :

অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামে গঞ্জে ও শহরে নবান্নের রোল পড়িয়া যায়। সেইরূপ কেতুগ্রামের শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে নবান্নের উৎসাহে সেবাইতগণ ও গ্রাম্য হিন্দু জনসাধারণ যৌথভাবে একই দিনে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট নবান্নের পূজা দিয়া যান। শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পূজাকৃত প্রসাদ লইয়া গিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে যাইয়া নবান্ন করেন এবং সকলকে নবান্ন করান।

দোলপূর্ণিমা :

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তন প্রথম আরম্ভ করেন ৺হরিহর নাথ রায় মহাশয়। উক্ত সময়ে ৺হরিহর নাথ রায় মহাশয়ের সহিত গ্রামস্থ বেশ কিছু ব্যক্তি যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তন শুরুর সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দোল পূর্ণিমার দিন অষ্টপ্রহর বা ২৪ ঘণ্টা ব্যাপি হরিনাম সংকীর্তন হইয়া আসিতেছে। কেতুগ্রাম ছাড়া নানা স্থান হইতে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসে এবং উক্ত অষ্টপ্রহর বা ২৪ ঘণ্টা হরিনাম সংকীর্তনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অষ্টপ্রহর বা ২৪ ঘণ্টা ব্যাপি হরিনাম সংকীর্তন সমাপ্ত হইবার পর ধুলোট বা নগর কীর্তনে গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হয়। নগর কীর্তন সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া কীর্তনগান ও পরে বৈষ্ণব মতে মালসা ভোগ নিবেদন করা হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে দরিদ্র নারায়ণ সেবা বা মহোৎসব পালিত হইয়া থাকে।

ইহার পর শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে কোনদিন রামায়ণ গান, কোনদিন কবিগান আবার কোনদিন বাউলগান ও নানা ধরণের উৎসব হয়। বেশ কিছুদিন শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ জমজমাট হইয়া থাকে।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

BANGLADARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ঠাকুরাণীর শাক খাইবার কাহিনী :

শ্রীমতী মনোরমা দেবী (শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্ত্রী) মহাশয়ার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই এখানে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী বলিলেন যে আনুমানিক বাংলার ১৩০০ সালের কথা, আমরা শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর সেবাইত। শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিত্য সেবার পালা আমার পরিয়াছে। আমি মন্দির পরিস্কার করিতে যাইয়া ও পূজার বাসনপত্র পরিস্কার করিয়া থাকি।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে গিয়া আমি দেখিলাম যে মন্দিরের দরজার পাশে বেশ কিছু শুশুনি শাক রাখা আছে। আমি মন্দিরের কাজকর্ম করিয়া বাড়িতে আসিবার সময় শাকগুলি বাড়িতে লইয়া আসিলাম। আমি বাড়িতে আসিয়া আমার স্বামীকে বলিলাম যে, শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে কে বা কাহারা শ্রীশ্রীবহুলা দেবীকে শাক খাওয়ার জন্য দিয়া গিয়াছে। স্বামী সকল কথা শুনিবার পর বলিলেন যে খুবই ভালো কথা, শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ঠাকুরাণীর শাক খাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে, সেইজন্য কোন ভক্ত শাক দিয়া গিয়াছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়, শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিত্য পূজাদি করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পূজা অর্চনা আরম্ভ করিলেন। তাহার পর দেবীকে স্নান করাইবার পর যখন দেবীকে পরিস্কার করিতে গিয়া দেখিলেন যে, দেবীর দুই পায়ে ডিমি নামে শেওলা দেবীর পায়ে লেগে আছে, তখন উনি ঐ সকল ডিমি বা শেওলাগুলি পরিস্কার করিলেন। তারপর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দেবীর শাক খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে বলে নিজের পুকুর হইতে শাক তুলে নিজের মন্দিরের দরজার পাশে রেখে দিয়েছে। শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর পূজা ও অন্নভোগ দিয়া বাড়ি আসিয়া স্ত্রীকে (মনোরমা দেবী)কে বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর ইচ্ছা হয়েছে তাই শাক তুলে রেখেছে নিজে খাওয়ার জন্য।

উক্ত রাত্রিতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবী শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়কে স্বপ্নে বলিলেন যে, আমার শাক খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, সেইজন্য আমি শাক তুলে রেখেছি। আগামী কাল হইতে প্রতিদিন যেন আমার অন্নভোগে শাক দেওয়া হইয়া থাকে। এই কথা সকল সেবাইতদের জানিয়ে দিবি। উক্ত সময় হইতে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট অন্নভোগে শাক দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাংলার ১৩২৮ সালে শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় মহাশয় পরলোক গমন করেন, ঐ রকম একনিষ্ঠ ভক্ত কি আমরা আর কোনদিন পাইব?

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ রাত্রিতে প্রদক্ষিণ করার কাহিনী :

BANGLADARSHAN.COM

আমি (শ্রীঅসীম কুমার রায়), শ্রীরামদাস সেন মহাশয়ের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীরামদাস সেন মহাশয়ের বাড়ি হচ্ছে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরের উত্তরদিকের রাস্তার ধারে। সেন মহাশয়ের দোতলা বাড়ি। সেন মহাশয়ের বাড়ির দোতলায় বসিলে শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরের সবকিছু দেখা যায়। সেন মহাশয় (মা মনসার ভক্ত ও ওঝা ছিলেন) মনসা পূজা আনিতেন। বাড়ির দোতলায় রাত্রিতে ঘুমাইতেছেন, মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভেঙ্গে যেত তখন সেন মহাশয় দেখতেন যে, শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে লাল পেড়ে কাপড় পরে এবং অঙ্গে নানা ধরনের অলঙ্কার পরে একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াইতেছে। আবার কখনো মন্দিরের বারান্দায় পা ঝুলিয়া বসিয়া আছে, আবার কখনও পুকুরের ঘাটে বাসন মাজিতেছে। আবার কখনও পুকুরের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

সেন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীশ্রীবহুলা দেবী প্রায়দিন রাত্রিতে এইভাবে মন্দিরে ঘোরাঘুরি করিয়া থাকেন। আমরা তাহার পর হইতে নিচের বারান্দায় ঘুমাইতাম এবং আমরা আর রাত্রিতে বাড়ির বাহিরে আসিতে সাহস পাইতাম না।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করিলে অনেক অজানা তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর স্বপ্নাদি ঔষুধ :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট বহু দূর দূরান্ত হইতে অনেক ভক্ত আসেন, কেহ কেহ দুরা গ্রস্থ রোগে বা নানাবিধ অসুখে ভুগছেন এবং নানাবিধ বাসনা ও কামনা লইয়া অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট ধর্না বা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট প্রার্থনা বা করুণা আদায় করিয়া তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন। তারপর উক্ত ভক্তগণ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর নিকট মানত বা মানসিক করেন ও দেবীর নিকট পূজা দিয়া যান।

সর্ব্বযুগে 'বহুলা' মার নাম জীবের পরিত্রাণ।
নামে তবে যাবে পাপী পাবে স্বর্গ ধাম॥

পাপে পরিপূর্ণ এই জগৎ সংসার।
'বহুলা' মার নাম বিনা জীবে গতি নাহি আর॥

ভক্তি ভরে যেইজন 'বহুলা' মায়েরে ডাকিবে।
ইহ লোকে সুখী সে নিশ্চয় হইবে॥

দুরা-রোগ্য ব্যাধি যাবে করলে 'বহুলা' মার নাম।
সুস্থ দেহ পাবে পুনঃ হইবেক আরাম॥

BANGLADARSHAN.COM

শোক তাপে 'বহুলা' মার নামে মনে পাবে শান্তি।
কাটিবে মায়ার নেশা ঘুচিবে ভুল ভ্রান্তি॥

'বহুলা' মার নাম করি যেবা কাজে হাত দিবে।
নিশ্চিত তাহাতে সে সুফল লভিবে॥

'বহুলা' মার নামে বিপদ আপদ সব দূরে যায়।
'বহুলা' মার ভক্ত হবে সুখী জানিহ নিশ্চয়॥

সুধা মাখা 'বহুলা' মার নাম না আছে তুলনা।
শত অপরাধি পুত্রে 'বহুলা'মা কভু ভুলে না॥

স্মরে যেবা 'বহুলা' মার নাম প্রভাতে উঠি।
সে দিনের বাধা যায় তার কাটি॥

কুফল নাশিয়া নাম সুফল প্রদানে।
সন্তানের আনন্দ সুধা উথলে এ প্রাণে॥

ভ্রষ্ট রাজা পায় রাজ্য অন্ধে আঁখি পায়।
লভে কীর্ত্তি কীর্ত্তি-হীন এ-মর ধরায়॥

অপুত্রক লভে পুত্র নির্ধনে হয় ধনী।
গো ব্রহ্মহত্যা পাপ যায় নাম শুনি॥

অত্যুচ্চ পর্বতে কিংবা গভীর অরণ্যে।
ভক্তি যুক্ত মনে যদি স্মরে ‘বহুলা’ মায়েরে অন্যে॥

‘বহুলা’ মা না থাকিতে পারে শুনিয়া রোদন।
বিপদে করিতে মুক্ত করে আগমন॥

সর্বভয় যায় দূরে স্মরিলে অভয়া।
শত জন্ম পাপ নাশে ‘বহুলা’ মার পদ ছায়া॥

বিচার তর্কেতে শ্রেষ্ঠ হইবেক সেই।
ভক্তিতে ‘বহুলা’ মার নাম করিবেক যেই॥

যে-জন পূজে সদা ‘বহুলা’ মায়ের চরণ।
স্ত্রী পুত্র লয়ে সুখী হয় সেইজন॥

BANGLADARSHAN.COM

যোগাযোগ ব্যবস্থা বা পথ নির্দেশ :

হাওড়া বার-হাওড়া লাইনের কাটোয়া স্টেশনের পরের স্টেশন হল গঙ্গাটিকুরী স্টেশন। উক্ত স্টেশন হইতে পাকা রাস্তায় কেতুগ্রামের সতীপীঠ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির ছয় মাইল।

হাওড়া কাটোয়া লাইনের কাটোয়া স্টেশনে নামিয়া বাস পথে ১৭ মাইল দূরে কেতুগ্রাম বাস স্টপেজ। কেতুগ্রাম বাস স্টপেজ হইতে সতীপীঠ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দির ৫ মিনিটের হাঁটা পথ।

বর্ধমান হইতে বহরমপুর অথবা বোলপুর গামী বাসে কেতুগ্রাম স্টপেজ নামিতে হইবে। কেতুগ্রাম বাস স্টপেজ হইতে সতীপীঠ শ্রীশ্রীবহুলা মন্দির ৫ মিনিটের হাঁটা পথ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :

শ্রীশ্রীবহুলা দেবী ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালনায় সতীপীঠ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর মন্দিরে দেবীর প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে কোন ভক্ত সামান্য কিছু অর্থ দিয়া প্রসাদ পাইবেন।

লেখকের ঠিকানা :

শ্রীঅসীম কুমার রায় (লালু রায়)
বহুলা পাড়া :
গ্রাম+পো:+থানা : কেতুগ্রাম,
জেলা : পূর্ব বর্ধমান,
পিন কোড : ৭১৩১৪০

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM